দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 16 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... ৫৫ ... কলাম ... ৩

21

ঝিনাইদহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ভেস্তে যেতে বসেছে

ঝিনাইদহ, ১৫ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ঝিনাইদহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ভেস্তে যেতে বসেছে। ১০ সহস্রাধিক শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। ছাত্রছাত্রীরা এখনও খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করে।

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে দেশের অন্য ৬৩টি জেলার সদর থানার সাথে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানাকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে গমন বাধ্যতামূলক করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য ঝিনাইদহ সদর থানায় ১টি থানা কমিটি, ১৭টি ইউনিয়ন কমিটি এবং ৫৪টি ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়। থানা কমিটিকে ৩ হাজার, প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটিকে ১ হাজার এবং প্রতিটি ওয়ার্ড কমিটিকে ২ হাজার টাকা করে মোট ১ লাখ ২৮ হাজার টাকা বরাদ্দও দেয়া হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কমিটিগুলো খাতাপত্রেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে কমিটিগুলো কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। তাই কর্মসূচী গ্রহণের ১১ মাস পরও সরকারী হিসেবেই ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ১০ হাজার ৩শ' ৬টি শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। এর মধ্যে ৬ থেকে ৭ বছর বয়সী শিশুরসংখ্যা ২ হাজার ১শ' ৫০। তবে বছরের প্রথমদিকে যে সকল ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল তাদের অনেকেই ইতিমধ্যে বিদ্যালয় ছেড়ে গেছে, যা এ হিসেবের বাইরে। অবশ্য সরকারী কর্মকর্তারা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের কথা স্বীকার করেন না। তারা বলেন, এ তথ্য সঠিক নয়।

সরকারী সূত্র থেকে পাওয়া হিসেব হলো ঃ জেলার সদর থানার ৯৮টি সরকারী, ৩৯টি রেজিস্টার্ড ও ৪টি নন–রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৯টি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৮ হাজার ৮শ' ৫৭। বালক ২৪ হাজার ৬শ' ৩৭ ও বালিকা ২৪ হাজার ২শ' ২০। অথচ সদর থানায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৫৯ হাজার ১শ' ৬৩। বালক ৩০ হাজার ৯শ' ৫৩ ও বালিকা ২৮ হাজার ২শ' ১০।

অন্যদিকে সদর থানার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কোনটির বেড়া নেই, কোনটির আবার চালই নেই। ছাত্রছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করে, সামান্য বৃষ্টি হলেই বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যায়। দু'একটি ছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়েই রয়েছে তীব্র স্থানসংকট। বসবার বেঞ্চের অভাব সর্বত্র, নিচের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি থেকে ছালা ও মাদুর নিয়ে আসে। সব মিলিয়ে ঝিনাইদহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ভেস্তে যাওয়ার আশংকা দেখাদিয়েছে।